Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

5 April 2024 / 25 Ramadan 1445H

ক্ষমাশীলতা এবং একজন ভৃত্যকে ক্ষমা করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَمَضَانَ شَهْرًا مُبَارَكًا، وَفَرَضَ فِيهِ الصِّيَامَ وَأَعَدَّ فِيهِ فَضلًا كَبِيرًا وَأَجرًا عَظِيمًا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، اِتَّقُوا اللهَ، أُوصِيكُم وَإِيَّايَ بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। এই রমযান মাসে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে পবিত্র রমযান মাসে পালন করা আমাদের ইবাদতের মধ্যে দিয়ে আমাদের তাকওয়াকে আরো সমৃদ্ধ করার তৌফিক দান করেন। আমীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা যেন চোখের নিমষে পবিত্র রমযান মাসের শেষ শুক্রবারে চলে এলাম। সময় কত দ্রুত ফুরায়!

আর তাই আসুন, আমরা এই পবিত্র রমযান মাসের আর যে কয়টা দিন আবশিষ্ট আছে সেই দিনগুলিতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে যে পুরস্কার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলি অর্জনে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। এবং তাঁর প্রতিশ্রুত পুরস্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম পুরস্কারটি হলো, আমাদের সকল পাপ কর্মের মহান আল্লাহ সুবহানাহু ইয়া আলার নিকট ঠেকে ক্ষমা লাভ করা।

এই দুনিয়া, সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষার স্থান। এই পৃথিবীর অসংখ্য দোকানেএবং চিত্ত প্রলোভিত সাজ-সজ্জা আমাদেরকে বার বার আকর্ষণ করে এবং আমাদের বস্তুগত চাহিদা পরিপূরণে আমাদের নিয়ন্ত্রণকে অবাধ্য করে তোলে। আর বাস্তবতা হলো, আমাদের কেউই ত্রুটিমুক্ত না বা পাপ না করে নেই। আর এই পাপ যখন একের পর এক আমাদের ভেতরে বাড়তে থাকে তখন আমরা হয়ে পরি অস্থির আর আমাদের আত্মাও অস্বস্তিকর অবস্থায় পৌছে যায়। আমরা জানি যে, আমাদের পাপ যকজন পরিষোধিত না হয় তখন তা ধীরে ধীরে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহ্য তা আলার দোযখের আগুনের শাস্তির দিকে টেনে নিতে থাকে।

তাই আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, মহান আল্লাহ সুবহানানু তা আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন গভীরভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, রমযান মাসে বিশেষ করে রমযানের এই শেষ দশ দিনে। আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার নিকট আরো অনেক বেশী করে দোয়া পড়া উচিত যা আমাদের নবী করিম (সঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থঃ হে আল্লাহ! প্রকৃতপক্ষেই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। [ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস]

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি প্রকৃতপক্ষেই সর্বশ্রেষ্ঠ মার্জনাকারী। আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তাই

আপনি আমাকেও ক্ষমা করে দিয়েন। [ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস]

তাই, আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আপনারা কি জানেন যে কেউ যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন কি এটা তাঁর উচিত না যে অন্যের পাপ ও ভুল-ভ্রান্তিগুলি ক্ষমা করে দেয়া?' আমরা যদি আমাদের প্রতি অন্যের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা না করি যার জন্য তারা বারবার মাফ চেয়ে নিয়েছে তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না। আমাদের নবী করিম (সঃ) বলেছেন,

اِرْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ

ওর্থঃ আপনি অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আপনার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। [ইমাম আহমদ ও তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস]

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এটা সত্য যে আসলে মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু তাই বলে এই সত্যের জন্য আমাদের ভাই বোন যারা তাদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনে আমাদের বিরত থাকা উচিত না। অন্যকে ক্ষমা প্রদর্শনে অনিচ্ছা আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ত'আলার নিকট হতে ক্ষমা পাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

এটা সত্য যে, অন্যের ভুল ক্ষমা করা খুব সহজ নয়। যাই হোক, এটা জানবেন যে আমরা যখন ক্ষমা করতে চাই বা অন্যের ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে ক্ষমা করার চেষ্টা করি, সেটা আসলে আমাদের অন্তরকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এটা করতে গিয়ে আমরা আমাদেরকে সকল প্রতিশোধ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, শত্রুতামূলক আচরন থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। মক্কা বিজয়ের সময়ে আমাদের নবী করিম (সঃ) কর্মকান্ডের উদাহণগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সেই সময়ে মক্কার আধিবাসীদের তাঁর প্রতি চুড়ান্ত সীমালংঘনকারী আচরণ সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অন্তরে

কোনদিন অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না।

অন্যদিকে, সাইয়্যেদেনা আবু বকর আস সিদ্দীকি (রাঃ) তাঁর এক আত্মীয় মিস্তোষকে ক্ষমা না করার জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার ভর্সনার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। মিস্তোষ ছিলেন গরীব মানুষ এবং আবু বকর (রাঃ) প্রায়ই তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। হাই হোক, একবার আবু বকর (রাঃ)র কন্যা আয়েশার সঙ্গে নবই করিম (সঃ) এর নামে মিথ্যা ব্যাভিচারের অভিযোগ ওঠে। নবীজীর যে তিন সাহাবী এই মিথা কলঙ্কপূর্ণ অভিযোগটি সমাজে প্রচারিত করেন, মিন্তোষ ছিলেন তাঁদের একজন।

তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা এই অপবাদ থেকে আয়েশা (রাঃ) র নাম মুছে ফেলেন। এবং এই তিনজন সাহাবীই পরে কঠিন শাস্তি ভোগ করেন। তাঁরা এই অনৈতিক কাজের জন্য অনুতপ্ত হন। এবং তাঁদের এই অনুতাপ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তিনি তাঁদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) মিন্তোষকে ক্ষমা করেন নি। বরং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আর কোনদিন তাঁকে কোনপ্রকার সাহায্য করবেন না। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা রুষ্ট হয়ে সুরা আন নুরের ২২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ
وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে , অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিযরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

Which means: *"Let not those of virtue and wealth among you*

তিরস্কৃত হবার পরপরই আবু বকর (রাঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাঁর শপথ প্রত্যাহার করেন এবং পুনরায় তাঁর সেই আত্মীয়কে সাহায্য করতে শুরু করেন। আবু বকরের মাহাত্ম ছিল এতটাই বিশাল। গভীরভাবে আহত হওয়ার পরেও তিনি তাঁর রাগের আগুনকে জ্বলতে না দিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার ক্ষমা ও সহানুভূতির কাছে তা নিয়ন্ত্রণ করে নিলেন।

তাই, সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আপনারা নিজের অন্তরকে ক্ষমা প্রদান করার জন্য প্রস্তুত করুন যেমন করে আমরা দিন-রাত মহান আল্লাহ তা আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমরা মিনতি করতে থাকি। আমাদের একে অন্যকে ক্ষমা করার জন্য ঈদের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নাই। রমযানের এই শেষের দিনগুলিতে যখন মাগফেরাতের দরজা মহান আল্লহ সুবহানাহু তা'আলার অনুতপ্ত বান্দাদের জন্য খুলে দেয়া থাকে, আসুন এই দিনগুলিতে আমরা আমাদের সকল ভাই-বোনদেরকে তাঁরা এ ব্যাপারে জেনে থাকুক বা না থাকুক আসুন আমরা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আমাদের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে দেই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আ'লা সবকিছু শোনেন, তিনি সব জানেন।

আমাদের এই সকলকে ক্ষমা করে দেয়ার আন্তরিকতার প্রধান কারণ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদের সকল পাপ মাফ করে দেন, তিনি সর্ব ক্ষমাশীল, তিনি পরম করুণাময়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.